গাংনীতে অনুমোদনহীন ফুড এন্ড বেভারেজ কারখানাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে অভিযান চালিয়ে লাইসেন্স ও অনুমোদন ব্যতিত আইসক্রিম, ললিপপ, আইস ড্রিংকস তৈরি করার অপরাধে আইকন ফুড এন্ড বেভারেজের মালিককে ৫০হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার।

আজ বুধবার দুপুরে মেহেরপুরের জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযানে গাংনী স্যানিটারি ইন্সপেক্টর জনাব মো: মশিউর রহমান, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: জিবরাইল হোসেন ও মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম অংশ নেন।

সজল আহমেদ জানান, মেসার্স আইকন ফুড এন্ড বেভারেজ নামক একটি আইসক্রিম, আইস ললি ও আইস ড্রিংকস তৈরিকারি প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে দেখা যায় যথাযথ লাইসেন্স ও অনুমোদন ব্যাতিত বিভিন্ন নিম্নমানের অননুমোদিত কৃত্রিম রঙ, ফ্লেভার, কেমিক্যাল ব্যবহার করে তৈরি হচ্ছে নানা প্রকার আইসক্রিম ও আইস ললি, হাই স্পিড, সেভেন আপ, রোবো, রোবোটসহ নানা নামে তৈরি হচ্ছে এসব পণ্য ড্রিংকস পানীয়। কেমিক্যাল ব্যবহার করলেও নেই কোন কেমিস্ট বা ল্যাব। উৎপাদিত এসব পণ্যের মানা হচ্ছেনা কোন মোড়কীকরণ বিধি। অননুমোদিত ক্ষতিকর রঙ ও ফ্লেভার দিয়ে অস্বাস্থ্যকরভাবে তৈরি বাচ্চাদের প্রিয় এসব পণ্য ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে মেহেরপুর ও কুষ্টিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

তিনি আরও জানান, প্রচন্ড তাপদাহ ও গরমে এসব পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সুযোগ নিচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা এবং এসব পণ্য মেহেরপুরের হাড়াভাংগা গ্রামে তৈরি হলেও মোড়কজাত ও বাজারজাত করা হচ্ছে ঢাকা- বাংলাদেশ, মুন্সিগঞ্জ-বাংলাদেশ, সাতক্ষীরা-বাংলাদেশ, বি-বাড়িয়া বাংলাদেশ, টংগী, গাজিপুরসহ বিভিন্ন এলাকার নাম লেখা প্যাকেট সমূহে।

এ সমস্ত অপরাধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটির ম্যানেজার মো: লিখন আলীকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭, ৪২ ও ৪৩ ধারায় ৫০

হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির যথাযথ লাইসেন্স ও অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

।

গাংনীর তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের নারী সদস্যের অভিযোগের প্রতিবাদে ১১ মেম্বরের প্রতিবাদ

গাংনী উপজেলায় তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে সংরক্ষিত নারী সদস্যের লিখিত অভিযোগের প্রিতিাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন ওই ইউনিয়নের ১১ মেম্বর।

আজ মঙ্গলবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবে এসে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান তারা।

সংবাদ সম্মেলনে মেম্বরদের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ইউনিয়নের ৭ নং ওয়ার্ডের সদস্য আঃ ওহাব।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, গতকাল সোমবার গাংনীর তিনটি অনলাইন পেইজ (ফেসবুকে) তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের ৪,৫,৬, নং ওয়ার্ডের সংরক্ষিত নারী সদস্য দিপালী খাতুন চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাসের বিভিন্ন কাজের অনিয়ম তুলে ধরে মিথ্যা সংবাদ সম্মেলন করেন। একটি লিখিত অভিযোগ গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিভিন্ন দফতরসহ সাংবাদিক সংগঠনগুলোকে দেন। তারই প্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার দুপুরে আমরা ১১ ইউপি সদস্য তার মিথ্যা অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি। ২ জন সংরক্ষিত নারী সদস্যসহ ১১ জন সদস্য যেখানে এক সাথে কাজ করছি। সেখানে একজন ব্যক্তি নিজের কাজের অনিয়ম ঢাকতে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে এই সংবাদ সম্মেলন ও মিথ্যা লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

তারা আরো বলেন, ইউপি সদস্য দিপালী খাতুন প্রায় সময় ইউনিয়ন পরিষদে কম আসেন। পরিষদে আসলেও ছোটখাটো বিষয় নিয়ে সদস্য ও চেয়ারম্যানের সাথে বিভাজন সৃষ্টি করেন। মাঝে মাঝে অন্যান্য মেম্বরদের সাথে অসাদাচারণ করার পাশাপাশি অশ্রাব্য ভাষায় গালগালিজ দিয়ে থাকেন। তার উগ্র আচরণের কারণে কেউ তার সাথে কথা বলতে চাননা।

চেয়ারম্যান নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে আনিত এলজিএসপি’র প্রকল্পে দূর্ণীতি, স্বজন প্রীতি, ওয়ান পার্সেন্টের হিসাব না দেওয়াসহ পরিষদের অন্যান্য বরাদ্দ আত্মসাৎ প্রসঙ্গে তারা বলেন, সকল ধরণের বরাদ্দ মেম্বর ও অফিসের সহকারিদের সমন্বয়ে আলাপ আলোচনা করে গ্রহণ করা হয়।

গাংনীতে পিএসকেএসের কৃষি পরামর্শ সভা ও উপকরণ বিতরণ

গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর কৃষি খাতের আওতায় কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের আয়োজন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার(২৩ এপ্রিল) সকালে উক্ত পরামর্শ কেন্দ্র পরামর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনীর উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা কৃৃষিবিদ মোঃ ইমরান হোসেন। বর্তমান সময়ে ধানের অবস্থা আম ও লিচুর মুকুলের ব্যবস্থাপনা আলোচনা করা হয়।

এসময় উপকারভোগীদেরকে উক্ত উপকরণ প্রদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ কিভাবে এর রক্ষণাবেক্ষন করতে হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয় । উপকরণ বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন পিএসকেএস এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সকল কর্মকর্তাগণ ।

গাংনীতে একটি পরিবারকে অবরোধ করে রাখার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামে দুই ডাব চুরির অপরাধে লিমন হোসেন (১৬) ও বকুল হোসেন (১৬) নামের দুই কিশোরকে আটকের জের ধরে সাবেক ইউপি সদস্য জাফর আলী (৭০) ও তার স্ত্রী মহাসিনা বেগমকে (৬৫) মারধর করেছে। শুধু মারধরই নয়, পুরো পরিবারকে অবরোধ করে রেখেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এ ঘটনায় ৯৯৯ কল দিলে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আলিমুল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযুক্ত লিমন ও বকুলকে নিয়ে আসেন। পরে অজ্ঞাত কারনে ওই রাতেই তাদের ছেড়ে দেন। ছাড়া পাবার পর গৃহকর্তা জাফর, তার স্ত্রী মহাসিনা বেগমকে মারধর ও বাড়িতে অনাধিকার প্রবেশ করে হামলা চালাই।

গৃহকর্তা জাফর জানান, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের জাহাঙ্গীর আলম ওরফে বাবুর ছেলে লিমন হোসেন ও আতাউল ইসলামের ছেলে বকুল হোসেন গত রবিবার (২১ এপ্রিল) দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ৯ টার দিকে ওই বাড়ির প্রাচীর টপকে ডাব চুরি করে।

এসময় প্রতিবেশী আব্দুর রাজ্জাক, জাকির হোসেন, মিজানসহ অন্যান্যরা তাদের দেখে ফেলেন। এসময় কিশোর লিমন হোসেন ও বকুল হোসেনকে আটক করে রাখেন। খবর পেয়ে লিমনের বাবা জাহাঙ্গীর আলম ও বকুল হোসেনের পিতা আতাউল ইসলাম ওই বাড়িতে প্রবেশ করে নানাভাবে হুমকী ধামকী দেন। এছাড়া গৃহকর্তা জাফরকে হামলা চালিয়ে মারধর করেন। এছাড়া হ্যামার দিয়ে ঘরের দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা পুলিশের ৯৯৯ নম্বরে কল দিলে গাংনী থানার এসআই আলিমুল সঙ্গীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে এসে অভিযুক্ত দুজনকে হেফাজতে নেন। এসআই আলিমুল অভিযুক্তদের থানায় না নিয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য সাহাবুদ্দীন আহম্মেদের হাতে জিম্মায় রাখেন। যখন চাইবে তখন উপস্থিত করবে এই শর্ত।

আজ সোমবার সকালে জাফরের স্ত্রী মহাসিনা বেগম পাড়ার একটি দোকানো কিছু বাজার করতে গেলে লিমনের মা লতা খাতুন ও তার শাশুড়ি আমপারা খাতুন তাকেও মারধর করেন বলে অভিযোগ কেরেন তিনি। শুধু মারধর করেই ক্ষান্ত হয়নি, জাফরের পরিবারের কোনো সদস্যকে বাড়ির

বাইরে যেতে দেবেনা বলেও হুমকী ধামকি দিচ্ছেন লিমনের পিতা জাহাঙ্গীর আলম।

এ ব্যাপারে গাংনী থানার এসআই আলিমুল জানান, ভুক্তভোগী পরিবারকে সকালে থানায় এসে লিখিত দেওয়ার করা বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা তা দেইনি। আমরা এইজন্য কোনো ব্যবস্থা নিতে পারিনি। আইনগত ব্যবস্থা নিতে হলে তো ভুক্তভোগী পরিবারের লিখিত অভিযোগ থাকতে হবে।

গাংনীর নিত্যনন্দপুর গ্রামকে বাল্যবিয়ে মুক্ত ঘোষণা

বাল্য বিবাহ একটি অভিসাপ। বাল্য বিয়ের ফলে আমরা আগামীতে যেমন একটি পুস্টিহিন জাতী পাবো, তেমনী হারাবো আমাদের আদরের সন্তানকে। তাই পিতা মাতা তাদের সন্তানকে মৃত্যুর কোলে তুলে দিতে চাননা। সচেতন হয়েছেন অভিভাবকরা। সরকারি এবং বেসরকারী উদ্যোগে পাড়ায় পাড়ায় বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযাগীতায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সামাজিক নেতৃবৃন্দ ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে এই গ্রামটিতে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। এরফলেই সচেতন হয়ে উঠছেন এলাকার অভিভাবকরা। এজন্যই বিগত ৫/৬ বছরের ইতিহাসে গাংনী উপজেলার খ্রীষ্টান অধ্যুষত নিত্যনন্দপুর গ্রামে একটিও বাল্য বিয়ে হয়নি।

আজ সোমবার বিকালে (২২ এপ্রিল) বিকালে নিত্যনন্দপুর গ্রামটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাল্যবিয়ে মুক্ত গ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে নিত্যনন্দপুর গ্রামকে শিশুবিবাহ মুক্ত ভিডিটি এলাকা ঘোষণা উপলক্ষে র্যালি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

“শিশুবিবাহ বন্ধ করি, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে গাংনী উপজেলার নিত্যনন্দপুর গ্রামের ইউনাইটেড চার্চের সামনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের স্থানীয় নেতা বেঞ্জামিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের ৪ নং ওয়ার্ডের সদস্য গোলাম মোস্তফা।

বিশেষ অতিথিরি বক্তব্য রাখেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী অঞ্চলের এরিয়া সমন্বয়কারী হেলাল উদ্দিন, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম, সিনিয়র সাংবাদিক জুলফিকার আলী কানন।

স্থানীয় নারী নেত্রী হোসনে আরা হাসি মন্ডলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, স্থানীয় চার্চের পুরোহিত মিলন মন্ডল, মিস্টার কাজল মন্ডল, হান্না মন্ডল, সুশি সরকার প্রমুখ। এসময় ধানখোল ইউনিয়নের ইউসি আবুল বাশার উপস্থিত ছিলেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের সহযোগীয় এই কর্মসূচির আয়োজন করে নিত্যনন্দপুর গ্রাম উন্নয়ন দল, ধানখোলা ইউনিয়ন ইয়ূথ ইউনিট ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদ।

এর আগে একটি র্যালী সভাস্থল থেকে শুরু হয়ে কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

গাংনীতে উত্তম ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষে মাঠ দিবস

গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) কর্তৃক সমন্বিত কৃষি ইউনিটভুক্ত মৎস্যখাত এর আওতায় জোড়পুকুরিয়া গ্রামে মাঠ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে।

উত্তম ব্যবস্থাপনায় অফ- ফ্লেভার মুক্ত পাঙ্গাস এ তেলাপিয়া চাষ প্রযুক্তির ওপর আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে সদস্য পর্যায়ে সচেতনতা ও প্রতিরূপায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সফল খামারীর খামার পরিদর্শনসহ প্রত্যাশিত লাভের হিসাব সরেজমিনে দেখানো হয়।

এ সময় উপস্থিত চাষীদের পুকুরে প্রাথমিক খাদ্য পরীক্ষা, মাছের সাধারণ রোগ-প্রতিকার, মাছ চাষের সাধারণ সমস্যাবলী ও সমাধানসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

এছাড়াও খাদ্য ব্যবস্থাপনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ ও পানি পরীক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। উক্ত কার্যক্রমে আর্থিকভাবে সহায়তা করছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

গাংনী উপজেলা নির্বাচনে বিএনপির একসহ ১০ চেয়ারম্যান প্রার্থী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে এক বিএনপি নেতাসহ চেয়ারম্যান পদে ১০ জন, মহিলা ভাইস চেয়ার্যান পদে ৩ জন এবং ভাইস চেয়ারম্যান (পুরুষ) পদে ৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেক, সাবেক এমপি সাহিদুজ্জামানের স্ত্রী লায়লা আনজুমান বানু শিলা, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাড. এ কে এম শফিকুল আলম, গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মখলেসুর রহমান মুকুল, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. রাশেদুল হক জুয়েল, জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, জেলা যুবলীগ সদস্য ও জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য মজিরুল ইসলাম মিয়া, সাবেক সেনা সদস্য মহিবুল ইসলাম মুকুল জোয়ার্দার ও জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো মনোনয়নপত্র জমা দেন।

পড়ুন মেহেরপুরে সদর ও মুজিবনগরে চেয়ারম্যান পদে ৯ জনসহ ১৮ প্রার্থী

এছাড়া মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও সাবেক ছাত্রনেতা জাকিয়া আল্পনা, গাংনী উপজেলা পরিষদের বর্তমনা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ও গাংনী উপজেলা মহিলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ফারহানা ইয়াসমিন ও নাসিমা খাতুন।

এছাড়া পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী দেলোয়ার হোসেন মিঠু, ফারুক হাসান ও রেজাউল করীম দেওয়ান তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাচন অফিসার কামরুল হাসান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিনে চেয়ারম্যান পদে ৯ জন, মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে ৩ ও পুরুষ ভাইসচেয়ারম্যান পদে ২ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

গাংনীর সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যানের মা নিখোঁজ

গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মোরাদ আলীর মা ও করমদী গ্রামের দুখি মন্ডলের স্ত্রী মোছা: জাহানারা খাতুন (৯০)কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।

আজ রবিবার (২১ এপ্রিল) দুপুর বেলায় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোরাদ হোসেনের গাংনী উপজেলা শহরের বনবিভাগ পাড়া এলাকার বাড়ির সামনে থেকে ভ্যানে উঠে কোথাও চলে গেছে। অনেক খোঁজাখুজি করেছি। কোথাও পাওয়া যায়নি। এখন পযর্ন্ত সে বাড়িও ফিরে আসেনি।

মোরাদ হোসেনের ছোট ভাই গাংনী মাধ্যমিক স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক আলমগীর হোসেন জানান, মায়ের মাথায় সামান্য সমস্যা রয়েছে। দুপুরের দিকে আনমনে পথ চলিত কোনো ভ্যানে উঠেছে সে। এখন পর্যন্ত তার কোন খোঁজ খবর না পাওয়ায় পরিবারের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। ইতোমধ্যে এলাকায় মাইকিং করেছেন পরিবারের পক্ষ থেকে।

কোনো সহৃদয় বান ব্যক্তি কোন খোঁজ খবর পাইলে তার ছোট ছেলে আলমগীর হোসেনের মোবাইল নাম্বর ০১৭৪০৫৮৫৫৮৩ জানানোর অনুরোধ

জানানো হয়েছে।

গাংনীতে হিট স্ট্রোকে গৃহবধূর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে হিট স্ট্রোকে শিল্পি খাতুন (৪৫) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ রবিবার (২১ এপ্রিল) সকাল ৮টায় উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের রুয়েরকান্দি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। শিল্পি খাতুন রুয়েরকান্দি গ্রামের আবু তাহেরের স্ত্রী ও পার্শ্ববর্তী আমতৈল গ্রামের বিল্লাল হোসেন মালিথার মেয়ে।

শিল্পি খাতুনের ছেলে রওনক হোসেন জানান, আমার মা সকালে বাড়িতে কাজ করছিলেন। কাজ করতে করতে প্রচণ্ড গরমে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নেওয়ার সময় মারা যান তিনি।

রওনক হোসেন আরো বলেন, আমার মায়ের কোনো অসুখ ছিল না। তিনি একজন সুস্থ মানুষ ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সূত্র জানায়, গত কয়েকদিন ধরে মেহেরপুর ও পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গা জেলার ওপর দিয়ে তীব্র তাপদাহ বয়ে যাচ্ছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ৬টা পর্যন্ত মেহেরপুর জেলার তাপমাত্রা ছিল ৪২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এছাড়াও তীব্র তাপদাহে শ্রমজীবী মানুষসহ সব শ্রেণিপেশার মানুষের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে।

গাংনীতে ১২০ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

১২০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

আটকরা হলেন, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওপাড়া গ্রামের মৃত পিয়ার আলীর ছেলে মোহাম্মদ জিয়ারুল ইসলাম (৪৮) ও একই গ্রামের মৃত সোহরাব হোসেনের ছেলে মোঃ হযরত আলী (৪৬)।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: সাইফুল আলম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের একটি টিম গতকাল শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে গাংনী উপজেলার ধলা গ্রামের বীলপাড়া এলাকার অভিযান শুরু করে। এসময় বস্তাভর্তি ফেনসিডিল নিয়ে ওই দুই মাদক ব্যবসায়ী যাচ্ছিলেন। এসময় ডিবি পুলিশ দেখে ফেনসিডিল ফেলে পালানোর চেষ্টা করছিলো তারা। ডিবি পুলিশ তাদের আটক করে।

ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গাংনী থানায় একটিরনিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া ফেনসিডিল ও আসামিদের হস্তান্তর করা হয়েছে।